NUVOCO Shaping a new world

বনেদি বাড়ির পুজো

ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি

ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাবা রামদুলাল দে সরকার। ১৭৮০ সালে তিনিই বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেন। তবে এই পুজো বিখ্যাত হয়েছে তাঁর দুই পুত্রর নামেই

অষ্টমীপুজোর পরই হয় সিঁদুর খেলা

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে এ বাড়িতে সেই ঐতিহ্য বা ঐশ্বর্য নেই। তবে পুজোর রীতিনীতি আছে সেই পুরনোই। অষ্টমীপুজোর পর বাড়ির মহিলাদের সিঁদুর খেলার রেওয়াজ আছে। আছে মায়ের নৈবেদ্যে বৈচিত্র্য। দুর্গার মূল নৈবেদ্য ছাড়াও পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ ও ৬৪ দেবদেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া হয় পুজোর দিনগুলোয়।

ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ির পুজোর কথা হচ্ছিল। পোশাকি নাম আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব। কিন্তু এই নামের আড়ালেই লুকিয়ে আছেন চিরপরিচিত সেই মানুষ দু'টি— ছাতুবাবু এবং লাটুবাবু। কলকাতার বাবু কালচারের ইতিহাসে ছাতুবাবু-লাটুবাবু অতি পরিচিত দুটি নাম। সেই সঙ্গে বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গেও জড়িয়ে আছে তাঁদের নাম। যদিও এ বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাবা রামদুলাল দে সরকার। ১৭৮০ সালে তিনিই ৬৭ ই বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে পুজো শুরু করেন। তবে এই পুজো বিখ্যাত হয়েছে তাঁর দুই পুত্রর নামে।

এ বাড়িতে একচালার প্রতিমায় পুজো হয় মাটির ঠাকুরদালানেই। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় পুজো। মা পূজিত হন দশমহাবিদ্যা রূপে। মায়ের দু'পাশে থাকেন মা দুর্গার দুই সখী জয়া ও বিজয়া। সিংহটি ঘোড়ামুখো। বর্তমানে কুমারটুলিতে ডাকের সাজে তৈরি হয় প্রতিমা। ষষ্ঠীতে বোধন। পুজো হয় বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরানের পুজোপদ্ধতি অনুসারে। ১০ দিন ধরে চলে এই পুজো। প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলার পুজো করেন বাড়ির সদস্যরা। তৃতীয়াতে দেবী দুর্গাকে সিংহাসনে বসানো হয়। শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব মতের মিলনে দেবীর আরাধনা করা হয়। তিন চালচিত্রের প্রতিমা পুজো হয়। এই বাড়ির দুর্গাপ্রতিমার বিশেষত্ব হল, দেবীর ডান দিকে থাকেন শিব ও বাঁদিকে রামচন্দ্র। আগে পুজোয় ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হত। এখন ১০৮টি রুপোর প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই বাড়ির পুজো বৈচিত্র্যে ভরা। এখানে সপ্তমী ও অষ্টমীতে একটি করে চালকুমড়ো ও নবমীতে একটি চালকুমড়ো ও একটি আখ বলি দেওয়া হয়।

দশমীতে প্রথমে ঘট বিসর্জন হয়। এরপর অপরাজিতা রূপে দেবী দুর্গার পুজো হয়। আগে বিসর্জনের সময় নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন লাগু হওয়ার পর এখন সাদা পায়রার গলায় নীল রং করে ওড়ান বাড়ির সদস্যরা।

জানা যায়, সেই সময় কলকাতার অন্যতম বৈভবশালী ও ঐশ্বর্যশালী ছিল রামদুলাল দে'র পরিবার। এই বাড়ির দুর্গাপুজো দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যেত। ব্রিটিশরা যখন ভারতে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে সেই সময় বাংলার ব্যবসায়ী মহলের একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম ছিল রামদুলাল দে। তবে রামদুলালবাবুর সম্পর্ক ব্রিটিশদের তুলনায় মার্কিনদের সঙ্গেই বেশি ছিল। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের পর আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন রামদুলাল দে। এদেশ থেকে মশলা, মসলিন পাঠানো হতো। ওদেশ থেকে আসত নানারকম পণ্য। ব্যবসায়ী রামদুলাল দে'কে বেশ সমীহ করতেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি খুশি হয়ে রামদুলালবাবুকে ৫টি বিজনেস হাউস উপহার দিয়েছিলেন। বিদেশের সঙ্গে এই ব্যবসার ফলে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল রামদুলাল দে'র কোষাগার। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ছিল কলকাতার বুকে অমন জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপুজো।

শুধু পুজোর আচার-অনুষ্ঠানই নয়, পুজো উপলক্ষে আরও নানা অনুষ্ঠান হয়। ষষ্ঠীতে ঠাকুরবাড়িতেই পারিবারিক মিলনসন্ধ্যায় উপস্থিত থাকেন প্রত্যেক সদস্য। পুজোর প্রত্যেক দিনই ভোগ হয়। তবে অষ্টমীর ভোগ-উৎসব হয় আড়ম্বর করেই। আত্মীয়কুটুম্ব-বন্ধু সকলেই নিমন্ত্রিত হন। সেদিন লুচি এবং তরকারির একাধিক পদ তো থাকেই, সঙ্গে থাকে প্রমাণ সাইজের লেডিকেনি আর দরবেশ। পুরনো রীতি মেনে আজও বাড়ির সদস্যদের পুজোর পোশাক শুধুমাত্র শাড়ি এবং ধুতিতেই সীমাবদ্ধ। সারাবছর এক বাড়িতে না থাকলেও পুজোর দিনগুলোয় সকলেই এক জায়গায় জড়ো হন। পুজোর সব কাজ করেন পরিবারের সদস্যরাই। পশুবলি নয়। চালকুমড়ো ও আখ বলি হয় এখানে।

এইবাড়িতে মা পূজিত হন দশমহাবিদ্যা রূপে। — প্রতিদিন চিত্র

তিস্তার 'ছক'! দাবি সিটের

আমেদাবাদ : গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ছক কষেছিলেন তিস্তা শেতলবাদ। সঙ্গী ছিলেন গুজরাতের তৎকালীন ডিজিপি আর বি শ্রীকুমার এবং প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক সঞ্জীব ভাট। বুধবার জমা করা গুজরাত পুলিশের সিটের চার্জসিটে এমনই দাবি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে 'মিথ্যা তথ্য প্রচার' এবং তাঁকে দোষী প্রমাণ করার ছক কষেছিলেন অভিযুক্তরা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ওয়েব সংস্করণে সিটের এই চার্জশিট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০০২ সালের গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় মোদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। যাতে আদালতে বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। তিন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারা, ১৯৪ ধারা, ২১৮ ধারা দায়ের করা হয়েছে।

নীরা রাডিয়াকে সিবিআই ক্লিনচিট

নয়াদিল্লি: নীরা রাডিয়াকে ক্লিনচিট দিল সিবিআই। বারো বছর পর এ বিষয়ে মত জানাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। জানানো হয়েছে, শিল্পপতি রতন-সহ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কর্পোরেট লবিস্ট নীরার টেলিফোন-কথোপকথনে কোনও 'অপরাধমূলক তথ্য' মেলেনি। ২০১০ সালে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের জমানায় কর্পোরেট লবিইস্ট নীরার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের কথোপকথনের টেপ প্রকাশ্যে আসে। ২০০৭ সালে রাডিয়ার কার্যকলাপে নজরদারি চালাতে তাঁর ফোনে আড়ি পাতা হয়। কথোপকথনের ১৪টি প্রাথমিক তদন্তের অংশ হিসেবে রেকর্ড করা হয় যার মধ্যে একটি কথোপথন ছিল রতন টাটার সঙ্গে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে সিবিআই আইনজীবী জানান, টেপে 'অপরাধমূলক বিষয়' নেই।

সিবিআই জালে এবিজি প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি : এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ঋষি কমলেশ আগরওয়ালকে ২২,৮৪২ কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে সিবিআই বুধবার গ্রেফতার করেছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আগরওয়াল এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাস লঙ্ঘন এবং সরকারি পদের অপব্যবহারের অভিযোগ এনেছে। তদন্ত সংস্থার দাবি, এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড ২০০১ সাল থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে লেনদেন করছে। তবে ২০০৫ এবং ২০১২ সালের মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে এসবিআই-সহ ২৮টি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়াম বেশিরভাগ ঋণ দিয়েছে ওই সংস্থাকে। এপ্রিল ২০১৯ ও মার্চ ২০২০-এর মধ্যে কনসোর্টিয়ামের বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক এবিজি শিপইয়ার্ডের অ্যাকাউন্টকে জালিয়াত হিসাবে ঘোষণা করেছে।

ইউক্রেনে পরমাণু হামলার প্রচ্ছন্ন

একের পাতার পর

ছ'মাসেরও বেশিদিন ধরে প্রবল যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। শুরুর দিকে লড়াইয়ের ময়দানে রুশ ফৌজ সাফল্য পেলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা ভারী হয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর। ইতিমধ্যে হানাদারদের হঠিয়ে খারকভ অঞ্চলের প্রায় গোটাটাই ফের দখল করে নিয়েছে তারা। আশঙ্কা, পরিস্থিতি সামাল দিতে ইউক্রেনে পারমাণবিক এবং রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে রাশিয়া। আর এমনটা করলে 'ভয়ংকর প্রত্যাঘাত' করা হবে বলে আগেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আর তার পরপরই সেনা সমাবেশে সিদ্ধান্ত নিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

আজ যেমন

মেষ	বন্ধুপ্রীতি
বৃষ	অস্থিরতা
মিথুন	গমন
কর্কট	অনিশ্চয়তা
সিংহ	জেদ
কন্যা	উৎকণ্ঠা
তুলা	অর্থলাভ
বৃশ্চিক	শান্তিপূর্ণ
ধনু	গৃহসুখ
মকর	গতানুগতিক
কুম্ভ	শুভ
মীন	ভীতি

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ধর্ম সংকটে গান্ধী পরিবার

শশী থারুর ও গেহলটের পর আসরে নামলেন দিগ্বিজয় সিং

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত ও সোমনাথ রায়

থারুর নাকি গেহলট? নাকি তৃতীয় কোনও ব্যক্তি? দলের সভাপতি পদের উত্তরাধিকারী কে হবেন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ধর্ম সংকটে গান্ধী পরিবার। এরমধ্যেই তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে দীগ্বিজয় সিংয়ের নাম ভাসিয়ে দিল কংগ্রেস। ফলে দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী লড়াইয়ে সোনিয়া বা রাহুল গান্ধী না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্রিমুখী হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশই প্রবল হচ্ছে। গান্ধী পরিবারের অনুপস্থিতিতে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাস্তায় নেমে আসতে পারে। আর কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে মুখিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির। দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন শেষ হলেই গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির কাছে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল তুরুপের তাস হবে। তাই শেষ পর্যন্ত সোনিয়া ও রাহুলরা তৃতীয় কোনও পথ বেছে নিতে পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুর্গাপুজো ও দেওয়ালির মাঝামাঝি ১৭ অক্টোবর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন। দলের অভ্যন্তরীণ ভোট থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে গান্ধী পরিবার। সেই সুযোগে সক্রিয় হয়েছে দলের একাধিক গোষ্ঠী। আপাতত লড়াইয়ে তিনজনের নাম হাওয়ায় ভাসছে। প্রথমত, তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর। দ্বিতীয়ত, রাজস্তানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তৃতীয়জন হলেন দিগ্বিজয় সিং। ইতিমধ্যেই শশী থারুর ও অশোক গেহলটের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন সোনিয়া গান্ধী। তবে তবে এই দু'জনের মধ্যে হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে গিয়েও 'ম্যাডাম'-এর মন জয় করেছেন শশী থারুর। যদিও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ও কেরলের সাংসদকে নিয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। গেহলট মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে রাজি নন। আবার শশী থারুর অনেক পরে দলে যোগ দিয়ে সাংসদ হন। যখন থারুর ও গেহলটকে নিয়ে কংগ্রেসের বাজার গরম তখনই মাঝখানে এসে হাওয়া আরও গরম করে দিয়েছেন দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতা দিগ্বিজয় সিং। বুধবারই তাঁর নাম বাসিয়ে দেয় কংগ্রেসের একাংশ। তিনি আবার গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তাই সোনিয়া ও রাহুলরা তাঁকে একেবারে ফেলে দিতে পারবেন না। তাই নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার জারি হবে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি। শনিবার থেকে সাতদিন চলবে মনোনয়ন পর্ব। ২৪, আকবর রোডের খবর অনুযায়ী, যদি কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলে বিজেপি বলা শুরু করবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পুরোটাই লোক দেখানো। এর থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সভাপতি নির্ধারণ হলে তা অনেক বেশি সুখকর হবে দলের কাছে। এমনকি গোটা প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ থাকে, তা নিশ্চিত করার কথাও দিয়েছেন সোনিয়া। এদিকে, বুধবার ১০, জনপথে সোনিয়ার বাসভবনে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলেন অশোক গেহলট। তিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী পদ কিছুতেই ছাড়তে রাজি বলে সোনিয়াকে জানিয়ে দেন। পাঞ্জাবের ভরাডুবির ক্ষত এখনও টাটকা। তাই রাজস্থান নির্বাচনের আগে কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্ত গেহলটের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে না হাইকমান্ড। সোনিয়া গান্ধীর সামনে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, পি ভি নরসিংহ রাওদের উদাহরণ এদিন দিয়েছেন গেহলট। তিনজনই একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভাপতি ছিলেন। তাহলে তিনি কেন সভাপতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন না, সেই প্রশ্নও করেন।

কিন্তু, থারুরের পরিচিতি ও কেরলের কথা মাথায় রেখে দলের বড় অংশ তাঁর দিকেই ঝুকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার ওপর রাহুল নিজে কেরলের সাংসদ। প্রকাশ্যে থারুরের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে কতখানি সম্ভব তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে গান্ধী পরিবারের তরফে তৃতীয় কোনও পথ খোঁজা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। তারমধ্যেই দীগ্বিজয় সিংয়ের নাম চলে আসায় আকবর ১০ নম্বর জনপথের বাসিন্দারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পুজোর আগে গ্রুপ সি-ডি'র ৯২৩

একের পাতার পর

আদালতের নির্দেশ, এসএসসি-কে (স্কুল সার্ভিস কমিশন) অবিলম্বে মামলাকারীর আইনজীবী ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবীর সঙ্গে বৈঠকে বসে এই পরিসংখ্যান দিতে হবে। তাতে কোন কোন জেলায় কত সংখ্যক বেআইনিভাবে নিয়োগ হয়েছে, তার খতিয়ান দিতে হবে আদালতে। ওই বৈঠকে কী উঠে এল, তা-ও আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই রিপোর্ট পেশ করতে হবে। একই সঙ্গে আদালত সিবিআইকেও এই দুর্নীতির পরিসংখ্যান পেশের নির্দেশ দিয়েছে। বেআইনি নিয়োগ তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও সিবিআই রিপোর্ট চেয়েছেন বিচারপতি।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, প্রত্যেকেরই চাকরি যাবে। অনেক যোগ্য প্রার্থী চাকরির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় রয়েছেন। পুজোর আগেই তাঁদের চাকরি দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সে জন্য খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

উল্লেখ্য, নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রথম ৭ এপ্রিল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ জারি হয়। এদিন সিবিআইয়ের কাছে বেআইনি নিয়োগের পরিসংখ্যান চাইলে তারা দিতে পারেনি। সিবিআইয়ের তরফে আদালতকে বলা হয়, "বেআইনি নিয়োগ হয়েছে সেটা প্রমাণিত। কিন্তু সেই সংখ্যাটা কত, তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পেয়ে ওঠেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে চারটি এফআইআর করা হয়েছে, তদন্ত চলছে, কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে সিবিআই।" নিয়োগ বেনিয়মের পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে এসএসসি-র বক্তব্য, তারা কিছু জানে না। সিবিআই তদন্ত করছে।

এদিকে এদিনই, ২০১৪-র প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ (টেট) পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নিয়োগ সংক্রান্ত বোর্ড মিটিংয়ের সমস্ত নথি সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। মুখবন্ধ খামে সেই রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। সিবিআইয়ের তরফে আরও একটা পৃথক রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে সিবিআই জানিয়েছে দুর্নীতির সূত্র মিলেছে। তদন্তে সদর্থক অগ্রগতি হচ্ছে। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, "দুর্নীতি হয়েছে। অনেকে পরীক্ষা না দিয়েও চাকরি পেয়েছে। তদন্ত সঠিক পথে এগোচ্ছে। শীঘ্রই সমাধান সূত্র মিলবে।"

যদিও মামলকারীর আইনজীবীর দাবি, "বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কমিটির যে বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠকে উপস্থিত দু' জন সদস্য যে হলফনামা জমা দিয়েছেন, তাতে দু'রকম তথ্য উঠে এসেছে। এক সদস্য বলেছেন, সমস্ত প্রার্থী, যাঁরা ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সকলকে ওই এক নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার দেবজ্যোতি ঘোষ তাঁর হলফনামায় বলেছেন, যাঁরা আবেদন করবেন, শুধুমাত্র তাঁদেরই ওই এক নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ফলে ওই বৈঠক হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।" এই প্রসঙ্গটির উল্লেখও রিপোর্টে আছে বলে জানালেন বিল্বদল ভট্টাচার্য।

এমতাবস্থায় পর্ষদের কাছে হাই কোর্ট জানতে চেয়েছে, ২০১৪-র প্রাথমিক টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ এবং ২০২০ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৬০ হাজার প্রার্থীর নম্বর বিভাজন-সহ প্যানেল তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে কত সময় লাগবে। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই তথ্য জানাতে বলেছে আদালত।

রাজনৈতিক কারণে বদল

একের পাতার পর

আলিপুর সংশোধনাগারকে ইতিমধ্যেই বারুইপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর ইতিহাসঋদ্ধ সংশোধনাগারকে বদলে ফেলা হয়েছে মিউজিয়ামে। যা পুজোর আগেই সাধারণের জন্য খুলে যাচ্ছে। ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার এ এক সুবর্ণ সুযোগ। শুক্রবার থেকে এখানে টিকিট কেটে ঢোকা যাবে। টিকিটের মূল্য তিরিশ টাকা। রয়েছে একশো টাকার বিনিময়ে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড এফেক্ট দেখার ব্যবস্থাও। এদিন অনুষ্ঠানের পর বিদেশি দূতাবাসের আধিকারিকদের মিউজিয়াম ঘুরে দেখান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মিউজিয়ামে ফুড কোর্ট, কফি হাউসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জঙ্গলমহলে কুড়মি অবরোধে

একের পাতার পর

বুধবার দুপুরে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া তথা আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা (প্রধান নেতা) অজিতপ্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে রেল, রাজ্য পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের বৈঠক নিষ্ফলা হয়ে যায়। বৈঠক শেষে মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো জানিয়ে দেন, "আমাদের দাবিপূরণে রাজ্য সরকার আন্তরিক। কেন্দ্র সরকারের কাছে জানিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কাছে সিআরআই (কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রিপোর্ট চেয়েছে। এই রিপোর্ট রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে দিয়েছে কি না জানি না। তার প্রতিলিপি আমরা পেলেই আমাদের এই কর্মসূচি তুলে নেব।" রাতে এই প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত অবরোধ ওঠার কোনও লক্ষণ নেই।

মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ এদিনও একইভাবে চলতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের কুস্তাউর স্টেশনে রেললাইনের মধ্যেই মঙ্গলবার রাত কাটান অবরোধকারীরা। এদিনও সেই ছবি দেখা যায়। রেললাইনে শুয়ে পড়ে যেমন চলে বিক্ষোভ, ঝুমুর গান, তেমনই রেললাইনের উপর চলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়াও। স্টেশনের পাশেই তৈরি করা হয়েছে 'টেন্ট'। তবে মঙ্গলবার রাতে পুরুলিয়ায় পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন কুড়মি জনজাতির লোকজন। তবে ঝাড়গ্রামে খড়গপুর ডিভিশনের খড়গপুর-টাটানগর শাখায় খেমাশুলিতে রেল অবরোধের পাশাপাশি সেখানেই মুম্বইগামী ছ'নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ অব্যাহত। ঝাড়গ্রামে জাতীয় সড়কে অবরোধ চলায় কোনও যাত্রীবাহী গাড়ি এদিন ওই সড়কে চলেনি। বহু পণ্যবাহী গাড়ি জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে কলকাতাগামী গাড়ি ঝাড়গ্রাম, ধেরুয়া, মেদিনীপুর, খড়গপুর হয়ে যায়। এদিন দুপুরে আদ্রা ডিভিশনের এডিআরএম সুধাংশু শর্মা-সহ আরপিএফ, জিআরপি, পুরুলিয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও দেবজিৎ রায়, পুরুলিয়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পিনাকী দত্ত আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে পুরুলিয়ার কুস্তাউর স্টেশনের মুসাফিরখানায় প্রায় আধ ঘণ্টা বৈঠক করেন। কিন্তু সেই বৈঠক ফলপ্রসূ না হওয়ায় অবরোধ চলতেই থাকে।